একজন অবিশ্বাসীর সাথে বহুমাত্রিক ধার্মিকদের বচসা

প্রসঙ্গ : বিধাতার ন্যায়পরায়নতা

শাহাদাত হোসেন

অবিশ্বাসী : আমরা বাস্তবে দেখছি নৈতিকভাবে দুর্বল আর অসাধুঅনেক লোকই আর্থিকভাবে বেশ সবল; তারা বহাল তবিয়তে বেশ ভালোভাবেই জীবন অতিবাহিত করছেন; তাদেরকে বিধাতা কোন শাস্তিই দিচ্ছেন না। আবার এমনটিও দেখা যায় যে, অনেক সৎ লোকই অশেষ ভোগান্তিতে কোনোরকমভাবে বেঁচে আছে; তাদেরকে বিধাতা কোনভাবেই পুরস্কৃত করছেন না। বিধাতা যদি ন্যায়পরই হয়ে থাকেন, তবে এমনটি কি করে সম্ভব?

প্রমত্ত ধার্মিক : তোর মতো নাফরমান অবিশ্বাসীর কোনো কথারই আমরা জবাব দেবো না! তোর কথার উত্তর দেবে আমাদের ধাঁরালো চাঁপাতী! তুই কী-একটা নৈয়ায়িক হয়ে গেছিস যে বিধাতার ন্যায়পরতার ওপর সন্দেহ ক'রে এর বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করাস ! তোকে আর তোর উদ্বত যুক্তিকে এখনি মাটিতে পুঁতে ফেলা আমাদের আশু কর্তব্য !

মডারেট বা সুবিধাবাদী ধার্মিক : অবিশ্বাসী ভাইয়ের দর্শণ সত্যিই একপেশে। উল্লিখিত অসাধূলোকগুলোর ওপর বিধাতা হয়তো অর্থনৈতিক স্যাংশন জারী করেন নি, কিন্তু দেখা যাবে তাদের কাউকে তিনি শাস্তিদিয়েছেন শারিরীক রোগ দিয়ে, কারো শায়েস্তা করার কাজটি হয়তো বিধাতা সেরেছেন তার সন্তানদের কোন বিপদ দিয়ে। অসীম ক্ষমতাধর ও পরম রহস্যময় বিধাতার শাস্তির স্বরূপ আর বৈচিত্রতাও নীঃসীম। অসাধুলোকের আর্থিক সবলতা দেখেই বলা যাবে না যে বিধাতা তাকে কোনো শাস্তি দেন নি। ব্যাপারটিকে বিভিন্ন (সুবিধাবাদী) দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করতে হবে।

আধুনিক ধার্মিক : ধর্মে উত্তেজনার স্থান নেই, প্রমত্ত ধার্মিক ভাই। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা যদি মধ্যযুগীয় রীতিতে অবিশ্বাসীদের সাথে লড়াই করি, তবে অচিরেই আমরা জনসমর্থন- যা গণতন্ত্রও ধর্মতন্ত্র উভয়েরই জন্যে বেশ দরকার , হারাবো। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমাদেরকে সব কিছুরই উওর দিতে হবে বৈজ্ঞানিক রীতিতে। ব্যাপারটিকে একটুস্নায়ুবিজ্ঞান আর মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করলেই, অবিশ্বাসী ভাইয়ের সংসয়ের অবসান ঘটে যাবে। কাউকে শাস্তিদেয়ার জন্যে পরমবিজ্ঞানী-বিধাতাকে অর্থনীতির মতো তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের মধ্যেই বিধাতা ঢুকিয়ে দিয়েছেন দন্ড আর পুরস্কারের অবিচল স্বয়ংক্রিয় সুপ্রীম কোর্ট। তাই নীতিহীন অসাধু লোক সব সময়ই মানসিক অশান্তিতে ভোগে - যা তার জন্যে দন্ডস্বরূপ;

আর নীতিবান সৎ লোক দিবসরজনী যাপন করে পরম মানসিক প্রশান্তিতে - যা তার জন্যে পুরস্কারস্বরূপ।

অবিশ্বাসী : সুবিধাবাদী ধার্মিক মিয়াভাইয়ের কথার সূত্র ধ'রেই বলি - অসংখ্য দুষ্টরাইতো দেখি শারীরীকভাবে মহিষের মতো সবল আর শকুনের মতো নীরোগ। আবার অজস্র শিষ্টদের বেলায় দেখি এর বিপরীত রূপ। তাছাড়া একজনের পাপের জন্যে আরেকজনকে (সন্তান) শাস্তি দেওয়া তো নীতির দিক থেকে বড়ই গর্হিত ব্যাপার। আপনি এ-ব্যাপারটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আর আধুনিক ধার্মিক সাহেবের কথাটিও মেনে নিতে পারলাম না। শান্তি আর অশান্তির মতো ব্যাপারগুলো বিমূর্ত, অস্পষ্ট, অপ্রামাণিক। আমরা কারো মানসিক ভুবনে প্রবেশ করে যাচাই করে দেখতে পারি না সে শান্তিতে না অশান্তিতে আছে। কিন্তু তাদের ভালো থাকার রূপ মূর্ত হয়ে উঠ'তে দেখি তাদের বিশাল অট্টালিকা, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত পাজেরো, বিপণিকেন্দ্র, রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদ দখল, আর একাধিক উপপত্নির মাধ্যমে। এতো সব স্পষ্ট দৃস্টান্তমূলক উপায় থাকা সত্ত্বেও, বিধাতা কেনো মানসিক শান্তি-অশান্তির মতো অস্পষ্ট ব্যাপারকে পাপ-পূন্যের পরিনতি হিসেবে বেছে নিলেন?

মডারেট বা সুবিধাবাদী ধার্মিক : পিতামাতার অপকর্মের জন্যে তার সন্তানদের শাস্তির ব্যাপারটি পার্থিব নিয়মে অনৈতিক হলেও অপার্থিক কানুনে নীতিসিদ্ধ। আপনি জাগতিক আর পারলৌকিক নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন ব'লে আপনার কাছে ব্যাপারটি এমন মনে হয়। অলৌকিক নীতিশাস্ত্রানুসারে পাপীর শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে যন্ত্রণা দেওয়া; শাস্তির মাধ্যমটি যা বা যেই হোক না কেনো। এখানে মুল প্রতিপাদ্য ব্যাপার হচ্ছে পাপী যন্ত্রণা অনুভব করছে কি না। মাধ্যমটি এখানে অবিবেচ্য।

আর পূন্যবানদের দুঃখকষ্টের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার আগে আমি আপনার দৃষ্টভঙ্গির ব্যাপারে একটি পরম কথা বলতে চাই - আপনার অবলোকন ও চেতনা বহুগামী হলেও তা সর্বত্রগামী নয়। আপনি কেবল ইহজাগতিক দন্ড আর পুরষ্কারের ব্যাপারটিই দেখছেন। বিধাতার কাছে এ-বিশ্বজগতের মূল্য যদি একটি মাছির পাখার সমান হতো, তাহলে তিনি একটি অস্বীকারকারীকেও (কাফের) এক ঢোক পানি পান করতে দিতেন না। ইহজগত নিয়ে সুমহান বিধাতার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তার প্রকৃত স্নায়ুব্যাথা কেবল পরকাল নিয়ে। দুনিয়াটা একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। আর ওই-যে পুন্যবানদের কষ্টের কথা বলছেন - তা তাদের কল্যানের জন্যেই। মানবিক দুর্বলতার বশে তারা যে -দু-একটি ছোটোখাটো ত্রুটি করে ফেলে , বিধাতা তার কাফফারা স্বরূপ তাদেরকে সামান্য শাস্তি দিয়ে পরলোকে তাদের নিরঙ্কুশ স্বর্গবাসের পথ নিশ্চিত করেন। পূন্যবানদেরকে মৃত্যুর পর বৃহৎ পুরষ্কার দেবেন ব'লে বিধাতা এই তুচ্ছ জগতে অতিলঘুকিছু শাস্তিদেন। তাছাড়া এখানে পরীক্ষার ব্যাপারটিও এসে

পরে। যে-পুন্যবানকে বিধাতা এমন কামনাঘন বিলাসবহুল স্বর্গ বিনা পয়সায় অনন্তকালের জন্যে বরাদ্দ করবেন, তাকেতো অবশ্যই একটুপরীক্ষা করে দেখতে হবে, সে ওই বৃহৎ প্রাপ্তীর জন্যে ক্ষুদ্র দুঃখস্বীকারে সক্ষম কিনা। বিশ্বাসীরা এটা ভালোভাবে বুঝেন বলেই তারা তাদের এ- ইহজাগতিক ভোগান্তির ব্যাপারে বিচলিত নন। তাই জাগতিক দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে তাদের কোনো অভিযোগ সচারাচর আমাদের কানে আসে না। আপনি কেনো তাদের হয়ে অহেতুক বিচলিত বোধ করছেন?

প্রমত্ত ধার্মিক : বিধাতার পবিত্রতা ঘোষণা করছি! সমস্তপ্রশংসা একমাত্র প্রশংসা প্রাপকের। বিধাতার মাইক্রোস্কোপিক সুক্ষ প্যাঁচের মোজেজা ওয়াপদার পাইপের মতো -মোটামাথার - মানবজাতীর পক্ষে বুঝা অসম্ভব!

আধুনিক ধার্মিক : পূন্যবানদের জাগতিক ভোগান্তির ব্যাপারটিকে বৈজ্ঞানিক-আধ্যাত্মবাদের নিরিখে বিচার করলে কিন্তুবিধাতার আপাতঅনৈতিক ব্যাপারটি যে মর্মমূলে নৈতিক, তা ঝরনার স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের মতো পরিস্কার হয়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের সাতটি প্রদেশে দশ লক্ষ মানুষের ওপর জরীপ চালিয়ে দেখা গেছে, যারা জাগতিক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা বেশী পরিমানে মোকাবেলা করে-তারা, যারা সুখে জীবন অতিবাহিত করে তাদের তুলনায়, দশগুন বেশী পবিত্র আত্মার অধিকারী; এবং বিধাতার সাথে বেশী পরিমানে গভীর সম্পর্ক পাতানোর ক্ষেত্রেও তারা অধিকতর সক্ষম। তাই মার্কিন সরকার আশি বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে একুশটি বৈজ্ঞানিক-আধ্যাত্মবাদ ডেভলভমেন্ট সেন্টার চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কাজেই পূন্যবানদের জন্যে জাগতিক ভোগান্তি আসলে বিধাতার অভিশাপ নয়; বরং আশীর্বাদ। কারণ সুখশান্তিমানুষের আত্মাকে কলুষিত ক'রে মানুষকে বিধাতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়; আর দুঃখ-যাতনা রুহ্‌কে পঙ্কিলতামুক্ত ক'রে একে নিকটবর্তী করে দেয় বিধাতার।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বিধাতাকে আহ্বান করেছেন এই ব'লে : "আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে / এ-জীবন পূন্য করো দহন দানে; আমার এই দেহখানি তুলে ধর/ তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ কর।" সৎলোকদের জন্যে জাগতিক কষ্ট হচ্ছে তাঁদের আত্মার বিশুদ্ধিসাধনের উপায়। অনেক সৎ ব্যক্তি আত্মার পরিশুদ্ধির মহৌষধ হিসেবে বিধাতার কাছে যেঁচে কামনা করেছেন নানাবিধ দহন যন্ত্রণা। দুঃখ-কষ্টের চাকায় জীবনদ্রাক্ষা দলিত না হলে, তার ভেতর থেকে অ মৃত সুধা রস বের হ'য়ে আত্মাকে পবিত্র করবে কিভাবে? যারা বাহ্যজগতের সুখ-দুঃখের সীমা পেরিয়ে অবস্থান নিয়েছেন আধ্যাত্মিক রহস্যময় ভুবনে, পরলোকে চিরস্থায়ী সুখসম্ভোগ যাঁদের কাম্য, ইহলোককে তাঁরাই পেরেছেন তুচ্ছজ্ঞান করতে। এমন মহৎ লোকদের কামনার বিষয় জাগতিক তুচ্ছ সব সুখ শান্তিনয়, তাঁদের একমাত্র সাধনা আর কামনা হচ্ছে আত্মার মুক্তি ঘটিয়ে তাকে পবিত্র ক'রে তোলা। আর আত্মা পবিত্র হয়ে উঠলেই কেবল তার সাথে মিলন ঘটতে পারে মরমাত্মার (ঈশ্বর)। মহাকবি দান্তের, এলিয়ট যাকে বলেছেন সর্বকালের শ্রেষ্ট কবি, 'ডিভাইন কমেডি' -তে আমরা দেখি সাতটি

শুদ্ধিস্থল (purgatory)। মৃত্যুর পর আত্মারা এই শুদ্ধি স্থলে ঘুরে ঘুরে তাদের পাপমোচন ক'রে তবেই উপযুক্ত হয়ে ওঠে বিধাতার সাথে সাক্ষাতের এবং স্বর্গ বাসের। বিধাতা কারো ওপর দয়াবশত এই দুনিয়াতেই সামান্য কিছু ভোগান্তিদিয়ে তাদের আত্মার পরিশুদ্ধির কাজটি সেরে নেন, যাতে মৃত্যুর পর তাদের আত্মাকে আর ওই সাতটি শুদ্ধিস্থল ঘুরে ঘুরে যন্ত্রণা না পোহাতে হয়। এমন ভাগ্য সবার হয় না। কেবল ভাগ্যবান মর্ষকামী স্বেচ্ছাদন্ডবিলাসী যন্ত্রণাভোগীরাই পারে জাগতিক পাষাণকারা ভেঙ্গে মৃত্যুর আগেই বিধাতার সাথে অদৃশ্য সম্পর্ক পাতাতে! আপনার মতো মোটাদাগের মূল্যবোধসম্পন্ন সুখসম্ভোগকাতর বস্তুবাদী এগুলো বুঝবেন না। তাই আপনার সাথে তর্ক করাই বৃথা।

অবিশ্বাসী : মানবিক আবেগ- অনুভুতি-অভিজ্ঞতা-স্বপ্ন-কল্পনার শরীরে ভাষার উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট পোষাকের নাম কবিতা। এ-সূত্রে দান্তের কাব্যিক প্রতিভা অতুলনীয়। কিন্তুতিনি 'ডিভাইন কমেডি'-তে যা বুঝাতে চেয়েছেন, তা সত্য ব'লে মনে হতে পারে কেবল মতিভ্রমী মানসিক রোগীদের কাছে। দান্তেতাঁর 'ডিভাইন কমেডিতে' নরকের যে-পরিকল্পনা করেছেন, তাতেই তার মানসিকবিকৃতিজাত নিষ্টুরতার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। আমি ভেবে পাই না, একটি মানুষ কত টুকুপ্রতিশোধপরায়ন আর নিষ্ঠুর হলে এমন নিখুঁতভাবে কল্পনা করতে পারে নরকের। দান্তে কৈশোরে দেখেছিলেন শুদ্ধতমা এক তরুণী - বিয়াত্রিচিকে। বিয়াত্রিচির বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র, আর তিনিও বিয়ে করেন আরেক রমণীকে; এর মাঝে বিয়াত্রিচি কতো বার পতিদেবতার নিচে শুয়ে শীৎকারে শীৎকারে ভরে তুললো সয়নকক্ষ, আর দান্তেও তার স্ত্রীর সাথে কতো বিচিত্রভাবে পরিতৃপ্ত করলেন তার অজস্রকাম, তবুও তিনি বিয়াত্রিচির সেই পবিত্র মুখ ভোলতে পারেন নি। এতোকিছুর পরও শুদ্ধতমার জন্যে তার প্রেম রয়ে গেছে অমলিন। এর পর তিনি যেখানে যেদিকেই তাকিয়েছেন, সবকিছুতেই - এমনকি মেরী ও ক্রাইষ্টের মধ্যেও, দেখতে পেয়েছেন ওই শুদ্ধতমা বিয়াত্রিচির অমলিন মুখ। দান্তের এ-অনুভুতিকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় অধ্যাস বা (Hallucination)।

আমার মনে হয় সব ধরনের আধ্যাত্মিক অনুভুতি প্রাপ্ত ব্যক্তিই মনোবিকলনগ্রস্ত। আর যারা এই আধ্যাত্মিক ভেজালবাদকে বৈজ্ঞানিক পোষাক পরিয়ে গ্রহনযোগ্য রূপ দিতে চায়, তারা ছদ্মবিজ্ঞানী; বিজ্ঞানের নামে তারা কুৎসা রটায়। তারা অচিকিৎস্য মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাই, সত্যিই আপনার মতো ভ্রান্তবিলাসীর সাথে কোনো বিষয়ে যৌক্তিকভাবে তর্ক ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রত্যাশা করা অন্যায়।

নভেম্বর ১৮, ২০০৫